পুলিশ আইন, ১৮৬১

(১৮৬১ সনের ৫ নং আইন)

সূচিপত্র

ধারাসমূহ

১। ব্যাখ্যামূলক বিধান/সংজ্ঞাসমূহ

২। পুলিশ বাহিনীর গঠন

২ক। সাধারণ পুলিশ জেলা

২খ। মহা-পুলিশ পরিদর্শকের (Inspector General of Police) ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নিয়োগ

২গ। প্রত্যেক জেলার পুলিশ সংস্থা একটি পুলিশ বাহিনী হিসাবে গণ্য হইবে

২ঘ। পুলিশ সদস্যদের যেকোনো জেলায় নিয়োগ

৩। সরকারের তত্ত্বাবধান

৪। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, ইত্যাদি

৪ক। অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, ইত্যাদি

৫। মহা-পুলিশ পরিদর্শকের ক্ষমতা এবং প্রয়োগ

৬। [বিলুপ্তি]

৭। নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, অব্যাহতি ইত্যাদি

৮। পুলিশ কর্মকর্তার সনদ

৯। অনুমতি বা দুই মাসের নোটিশ ব্যতীত পদত্যাগ করা যাইবে না

১০। পুলিশ কর্মকর্তা অন্য কোনো চাকরিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না

১১। [বিলুপ্তি]

১২। মহা-পুলিশ পরিদর্শকের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৩। ব্যক্তি বিশেষের খরচের অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ

১৪। রেলপথ সন্নিহিত এলাকা ও অন্যান্য কাজের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ

১৪ক। রেলওয়ে রক্ষা এবং এর অংশ বিশেষকে পুলিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্তিকরণ

১৫। উপদ্রুত ও বিপজ্জনক এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

১৫ক। অধিবাসীদের বা ভূমিতে স্বার্থ আছে এইরূপ ব্যক্তির অসদাচরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান

১৬। ধারা ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৫ক এর অধীনে দেয় টাকা আদায় এবং আদায়কৃত অর্থের বিতরণ

১৭। বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা

১৮। বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা

১৯। বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি

২০। পুলিশের ক্ষমতা প্রয়োগের পরিধি

২১। [বিলুপ্তি]

২২। পুলিশ কর্মকর্তা সর্বদা কর্মরত এবং জেলার যেকোনো স্থানে নিযুক্ত হইতে পারে

২৩। পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব-কর্তব্য

২৪। পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য, ইত্যাদি উপস্থাপন

২৫। পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক দাবিদারহীন সম্পত্তির হেফাজত গ্রহণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ সাপেক্ষে নিষ্পত্তিকরণ

২৬। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সম্পত্তি আটক এবং ঘোষণা জারি

২৭। দাবীদার এর অনুপস্থিতিতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ

২৮। চাকরি অবসান হইলে পুলিশ কর্মকর্তার সনদ, ইত্যাদি ফেরত দিতে অস্বীকৃতি

২৯। দায়িত্বে অবহেলা, ইত্যাদির শাস্তি

৩০। জনসমাবেশ, শোভাযাত্রা এবং ইত্যাদির অনুমতি সংক্রান্ত বিধান

রাস্তায় সঙ্গীত

৩০ক। জনসমাবেশ এবং শোভাযাত্রার অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা

৩১। জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা, ইত্যাদি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের

৩২। পূর্ববর্তী তিন ধারায় প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘনের দণ্ড, ইত্যাদি

৩৩। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার প্রাধান্য

৩৪। রাস্তায় সংঘটিত কতিপয় অপরাধের শাস্তি, ইত্যাদি, ও পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা

৩৪ক। টিকিট, ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা

৩৫। এখতিয়ার

৩৬। অন্য আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার বা সাজা প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ

৩৭। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ড ও জরিমানা আদায়

৩৮-৪০। [বিলুপ্তি]

৪১। [ভারত সরকার (ভারতীয় অভিযোজন আইন) আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা বিলুপ্ত।]

৪২। ব্যবস্থা গ্রহণের সীমাবদ্ধতা

৪৩। পরোয়ানা অনুসারে কর্মকান্ড সম্পাদনের দাবি

৪৪। পুলিশ কর্মকর্তার জেনারেল ডাইরী

৪৫। সরকার কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নির্দেশনা

৪৬। আইনের প্রয়োগ

৪৭। [বিলুপ্তি]

———————

[১]পুলিশ আইন, ১৮৬১

(১৮৬১ সনের ৫ নং আইন)

[২২ মার্চ, ১৮৬১]

[২]পুলিশ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আইন

প্রস্তাবনা

যেহেতু পুলিশ বাহিনীকে পুনঃসংগঠিত করা এবং অপরাধ চিহ্নিতকরণ দমন ও প্রতিকারের লক্ষ্যে এই বাহিনীকে আরও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত করা করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল:-

১। ব্যাখ্যামূলক বিধান/সংজ্ঞাসমূহ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে নিম্নবর্ণিত অভিব্যক্তি বা শব্দ নিম্নরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইবে:-

"**জেলা ম্যাজিস্ট্রেট**" অর্থ একটি সাধারণ পুলিশ জেলার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তা এবং যিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি অন্য যে কোনো নামেও অভিহিত হইতে পারেন;

"**ম্যাজিস্ট্রেট**" অর্থে সাধারণ পুলিশ জেলায় যিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহাকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;

"**পুলিশ**" অর্থে এই আইনের অধীনে নিযুক্ত সকল পুলিশকে বুঝাইবে;

"**সাধারণ পুলিশ জেলা**" অর্থে [৩][বাংলাদেশের যে কোনো অংশ] বুঝাইবে যেখানে এই আইন প্রযোজ্য হইবে;

"**জেলা সুপারিনটেনডেন্ট**" এবং **"জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট"** অর্থে যে কোনো সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট অথবা সরকার কর্তৃক সাধারণ বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে এই আইনের অধীনে যে কোনো জেলায় জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের সকল বা যে কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত সকল ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে;

"**সম্পত্তি**" অর্থে যে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি, অর্থ ও মূল্যবান দলিলপত্রও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"**ব্যক্তি**" অর্থে কোম্পানি বা কর্পোরেশনও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

"**মাস**" অর্থ বর্ষ পঞ্জিকায় নির্দেশিত মাস;

"**গবাদি পশু**" অর্থে শিংবিশিষ্ট গবাদি পশু ছাড়াও হাতি, উট, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, ভেড়া, ছাগল ও শুকর শ্রেণিভুক্ত সকল পশু উহার অন্তর্ভুক্ত;

"অধস্তন পুলিশ" অর্থ পুলিশ ইন্সপেক্টরের অধস্তন যে কোনো পুলিশ।

২। পুলিশ বাহিনীর গঠন।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, দেশের সকল পুলিশ-প্রতিষ্ঠান ও পুলিশের সমন্বয়ে [৪][সরকারের] অধীনে একটি মাত্র পুলিশ বাহিনী থাকিবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে পুলিশ বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে সরকার

---

১ এই আইনের সর্বত্র, ভিন্নতর কোনো কিছু না থাকিলে, "প্রাদেশিক সরকার" এবং "রূপি" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সরকার" এবং "টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ এই আইনের সর্বত্র, ভিন্নতর কোনো কিছু না থাকিলে, "প্রাদেশিক সরকার" এবং "রূপি" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সরকার" এবং "টাকা" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ "প্রদেশ বা অঞ্চল বা যেকোনো প্রদেশ বা অঞ্চলের যেকোনো অংশ" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশের যে কোনো অংশ" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৪ "দি" শব্দের পরিবর্তে "একটি" শব্দ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে পুলিশ বাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামো এবং কর্মকর্তা ও ব্যক্তির সংখ্যা নির্ধারণপূর্বক নিয়োগ প্রদান করা হইবে। এই আইনের বিধান সাপেক্ষে সরকার পুলিশ বাহিনীর অধস্তন পুলিশ সদস্যদের বেতন ও চাকরির যাবতীয় শর্তাদি নির্ধারণ করিবে।

[১][**২ক। সাধারণ পুলিশ জেলা।-** সরকার উপযুক্ত মনে করিলে আইনগত ক্ষমতাবলে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশকে যতগুলি প্রয়োজন ততগুলি সাধারণ পুলিশ জেলায় বিভক্ত করিতে পারিবে এবং সময় সময়, এইরূপ যেকোনো সাধারণ পুলিশ জেলাকে আবার পরিবর্তন বা রদবদল করিতে পারিবে অথবা এইরূপ দুই বা ততোধিক সাধারণ পুলিশ জেলাকে একত্রিত করিয়া একটি পুলিশ জেলায় রূপান্তরিত করিতে পারিবে।

২খ। মহা-পুলিশ পরিদর্শকের (Inspector General of Police) ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য নিয়োগ।- সরকার আইনগতভাবেই মহা-পুলিশ পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এইরূপ প্রতিটি সাধারণ পুলিশ জেলার জন্য কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবে, উক্তরূপ ব্যক্তিগণ সরকারের অধীনে অন্য কোনো পদে নিযুক্ত থাকিতেও পারেন বা নাও থাকিতে পারেন এবং এইরূপ সাধারণ পুলিশ জেলার মধ্যে সামগ্রিকভাবে পুলিশ প্রশাসন পরিচালনা এবং এই আইনের অধীনে অথবা অন্য কোনো আইনের অধীনে মহা-পুলিশ পরিদর্শককে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, এই সকল ব্যক্তিগণের উপর অর্পিত হইবে।

২গ। প্রত্যেক জেলার পুলিশ সংস্থা একটি পুলিশ বাহিনী হিসাবে গণ্য হইবে।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রতিটি পুলিশ জেলার সমগ্র পুলিশ সংস্থা একটিমাত্র পুলিশ বাহিনী বলিয়া গণ্য হইবে; এবং সরকারের আদেশবলে আনুষ্ঠানিকভাবে এইরূপ পুলিশ বাহিনীতে কর্মকর্তা ও সাধারণ পুলিশ কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন এবং বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ মোতাবেক নির্ধারিত পদ্ধতিতেই নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও সাধারণ পুলিশ কর্মচারী লইয়া এইরূপ বাহিনী গঠিত হইবে। এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, সরকার ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্টের অধস্তন পদে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যদের বেতন ও চাকরির যাবতীয় শর্তাদি নির্ধারণ করিবে।

২ঘ। পুলিশ সদস্যদের যেকোনো জেলায় নিয়োগ।- সরকার আইনগতভাবে যেকোনো সাধারণ পুলিশ জেলায় নিযুক্ত পুলিশ বাহিনীর যেকোনো সদস্যকে বাংলাদেশের অন্য যেকোনো সাধারণ পুলিশ জেলার পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগ করিতে পারিবে এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর বিধান অনুযায়ী পুলিশ কর্মকর্তাগণের উপর অর্পিত ক্ষমতা, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব-স্ব পুলিশ জেলার স্থানীয় অধিক্ষেত্র বা এখতিয়ার অনুযায়ী বাংলাদেশের যেকোনো অঞ্চলে প্রয়োগ করিতে পারিবেন।]

৩। সরকারের তত্ত্বাবধান।- দেশের সকল সাধারণ পুলিশ জেলার পুলিশ বাহিনীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সরকারের [২][* * *] উপর ন্যস্ত থাকিবে; এবং এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া কোনো ব্যক্তি, কর্মকর্তা বা আদালত পুলিশের কাজে হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে না।

৪। মহা-পুলিশ পরিদর্শক, ইত্যাদি।- দেশের সকল অংশের সাধারণ পুলিশ জেলার পুলিশের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা মহা-পুলিশ পরিদর্শক নামে অভিহিত একজন পুলিশ কর্মকর্তার উপর এবং সরকার উপযুক্ত মনে করিলে তদকর্তৃক নির্ধারিত উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক ও সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক এর উপর অর্পিত হইবে।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানীয় অধিক্ষেত্র এলাকায় পুলিশ প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনা সাপেক্ষে একজন জেলা সুপারিনটেনডেন্টের এবং সরকার উপযুক্ত মনে করিলে তদকর্তৃক নির্ধারিত সহকারী জেলা সুপারিনটেনডেন্টের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

[৩][**৪ক। অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, ইত্যাদি।-** (১) সরকার, প্রয়োজন মনে করিলে, যেকোনো সময় অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

---

১ ধারা ২ক, ২খ, ২গ এবং ২ঘ বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা সংযোজিত।

২ "এই ধরনের জেলা যাহার অধীনস্থ" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত ।

৩ ধারা ৪ক পুলিশ (সংশোধন) আইন, ১৯৬৮ (১৯৬৮ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩ দ্বারা সংযোজিত।

(২) উক্তরূপভাবে নিয়োগকৃত অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন এবং উক্তরূপ দায়িত্ব পালনে তিনি মহা-পুলিশ পরিদর্শকের অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।]

৫। মহা-পুলিশ পরিদর্শকের ক্ষমতা এবং প্রয়োগ।- মহা-পুলিশ পরিদর্শক দেশের সকল সাধারণ পুলিশ জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হইবেন; তবে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, আরোপিত নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে তিনি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

৬। [বিলুপ্তি]।- [ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৮২ (১৮৮২ সনের ১০ নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত।]

৭। নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়োগ, অব্যাহতি, ইত্যাদি।- এই আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময় প্রণীত বিধি সাপেক্ষে, মহা-পুলিশ পরিদর্শক, উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক, সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক এবং জেলা সুপারিনটেনডেন্ট যদি মনে করেন যে, কোনো অধস্তন পুলিশ কর্মকর্তা তাহার কর্তব্য পালনে শিথিলতা বা অমনোযোগী বা অযোগ্য তাহা হইলে তাহাকে অপসারণ, সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা পদাবনতি করিতে পারিবেন; ইহা ব্যতীত কোনো অধস্তন পুলিশ কর্মকর্তা অসতর্কতা বা অবহেলার সহিত কাজ করিলে অথবা স্বীয় কর্মের দ্বারা কোনো কর্তব্য পালনে অযোগ্য হইয়া পড়িলে তাহাকে নিম্নবর্ণিত যে কোনো শাস্তির এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) অনধিক এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ জরিমানা;

(খ) শাস্তিমূলক অতিরিক্ত ড্রিল (extra drill), অতিরিক্ত গার্ড ডিউটি (extra guard), কষ্টকর শ্রমসাধ্য কাজ (fatigue) বা অন্য কোনো শাস্তিমূলক কাজ প্রদান সহ অথবা ব্যতিরেকে অনধিক পনের দিন পর্যন্ত কোয়ার্টারে আটক রাখা;

(গ) সদাচরণ ভাতা হইতে বঞ্চিত করা;

(ঘ) কোনো বিশেষ পদমর্যাদা বা ভাতা রহিত করা।

৮। পুলিশ কর্মকর্তার সনদ।- এই আইনের ৪ ধারায় উল্লিখিত কর্মকর্তা ব্যতীত প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তা পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের সময় এই আইনে সংযুক্ত ফরমে মহা-পুলিশ পরিদর্শক অথবা মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত যেকোনো কর্মকর্তার সীলযুক্ত একটি সনদ পাইবেন এবং উক্তরূপে সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুলিশের সকল ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং সুযোগ সুবিধার অধিকারী হইবেন।

সনদ সমর্পণ।- যেকোনো কারণে পুলিশ কর্মকর্তার নিয়োগের অবসান ঘটিলে উক্ত সনদ এর কার্যকারিতার অবসান ঘটিবে, এবং নিয়োগের অবসান ঘটিলে অনতিবিলম্বে সনদ গ্রহণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্মকর্তার নিকট সনদ জমা দিতে হইবে।

সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়ার কারণে কোনো পুলিশ কর্মকর্তার চাকরির অবসান ঘটিবে না, সাময়িক বরখাস্তের কারণে পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে তাহার প্রাপ্য ক্ষমতা, কাজ, সুবিধাসমূহ সাময়িকভাবে স্থগিত থাকিবে। তবে শৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও শাস্তি সম্পর্কিত নিয়মকানুনগুলো পুলিশ কর্মকর্তার উপরে এমনভাবে বলবৎ থাকিবে যেন তিনি কর্মচ্যুত হন নাই।

৯। অনুমতি বা দুই মাসের নোটিশ ব্যতীত পদত্যাগ করা যাইবে না।- কোনো পুলিশ কর্মকর্তা, জেলা সুপারিনটেনডেন্ট অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতিরেকে কর্তব্য পালনে বিরত থাকিতে পারিবেন না অথবা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতি ব্যতীত, অথবা উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাকে অন্যূন দুই মাসের লিখিত নোটিশ প্রদান ব্যতীত পদত্যাগ করিতে পারিবেন না।

১০। পুলিশ কর্মকর্তা অন্য কোনো চাকরিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।- মহা-পুলিশ পরিদর্শকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ব্যতীত অন্য কোনো নিয়োগ বা চাকরি গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

১১। [বিলুপ্তি]- [বাতিলকরণ আইন, ১৮৭৪ (১৮৭৪ সনের ১৬ নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত]।

১২। মহা-পুলিশ পরিদর্শকের বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- মহা-পুলিশ পরিদর্শক, সময় সময়, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে পুলিশ বাহিনীর গঠন, সাংগঠনিক কাঠামো, শ্রেণিবিভাগ ও বিন্যাস, বাসস্থান, দায়িত্ব ও কর্তব্য, কার্যাবলীর বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং ইহা ছাড়া পুলিশ কর্মকর্তারা যাহাতে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অবহেলা করিতে না পারে এবং দক্ষতা বজায় রাখিতে পারে সেইজন্য তাহাদের পরিদর্শন, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের বিবরণ, গোয়েন্দাগিরি ও তথ্য সংগ্রহ এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করিলে প্রয়োজনীয় বিধি ও আদেশ প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

১৩। ব্যক্তি বিশেষের খরচের অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ।- যেকোনো ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যক মনে করিলে কোনো স্থানের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত নিয়োজিত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ নির্দেশনা সাপেক্ষে মহা-পুলিশ পরিদর্শক বা উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক বা সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক অথবা জেলা সুপারিনটেনডেন্ট কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যেকোনো সংখ্যক অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করিতে পারিবেন এবং এই বাহিনী জেলা সুপারিনটেনডেন্টের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে এবং আবেদনকারী উক্ত অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তার ব্যয়ভার বহন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ব্যক্তির আবেদনে অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তা মোতায়েন করা হইয়াছে তিনি মহা-পুলিশ পরিদর্শক বা উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক বা সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক অথবা জেলা সুপারিনটেনডেন্টের বরাবরে এক মাসের লিখিত নোটিশের মাধ্যমে মোতায়েনকৃত পুলিশ কর্মকর্তার প্রত্যাহারের আবেদন করিতে পারিবেন; এবং নোটিশ সময় শেষে উক্ত ব্যক্তি অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তার খরচ বহনের দায় হইতে রেহাই পাইবেন।

১৪। রেলপথ সন্নিহিত এলাকা ও অন্যান্য কাজের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ।- রেলপথ, খাল বা কোনো কলকারখানা স্থাপিত হইলে এবং সেখানে অধিক সংখ্যক লোক কাজে নিয়োজিত থাকিলে এবং উক্তরূপ সংস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট, কোনো ব্যক্তির কার্য বা সম্ভাব্য কার্যের দরুণ উক্ত স্থানে অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগের আবশ্যকতা দেখা দিলে, সরকারের অনুমোদনক্রমে মহা-পুলিশ পরিদর্শক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজন মনে করিলে এইরূপ স্থানের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তা নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে নিযুক্ত পুলিশদের খরচের টাকা প্রদানের জন্য এই সমস্ত কারখানার মালিক বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে আদেশ প্রদান করা যাইবে এবং উক্তরূপ আদেশ দেওয়া হইলে তিনি উহা পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

[১][**১৪ক। রেলওয়ে রক্ষা এবং এর অংশ বিশেষকে পুলিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্তিকরণ।-** (১) বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহাই থাকুক না কেন, মহা-পুলিশ পরিদর্শক অথবা তাঁহার দ্বারা এই ক্ষেত্রে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা সরকারের অনুমোদনক্রমে এবং সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা রেলওয়ে রক্ষী বাহিনীকে বা উহার কোনো অংশকে যেকোনো মেয়াদে পুলিশ বাহিনীতে অঙ্গীভূত করিতে পারিবেন। এইরূপ পুলিশ বাহিনীতে অঙ্গীভূত ব্যক্তিগণের পদমর্যাদা ও উহার মেয়াদ সরকারি প্রজ্ঞাপরে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন প্রকাশের পর এইরূপ রেলওয়ে রক্ষী বাহিনী পুলিশ আইন, ১৮৬১ এর আওতাধীন হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন অঙ্গীভূত পুলিশ বাহিনীর প্রত্যেক ব্যক্তি বা সদস্যের একইরূপ ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তার অধিকারী হইবে এবং একইরূপ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের জন্য দায়ী থাকিবে এবং একইরূপে শাস্তিযোগ্য হইবে এবং পুলিশ কর্মকর্তাগণের ন্যায় একই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন বা অধীনস্থ হইবে।]

১৫। উপদ্রুত ও বিপজ্জনক এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন।- (১) সরকার আইনগতভাবে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা এবং সরকার নির্দেশিত অন্য যেকোনো পদ্ধতিতে দেশের কোনো নির্দিষ্ট এলাকাকে উপদ্রুত বা বিপজ্জনক এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে, অথবা এই মর্মে ঘোষণা করিতে পারিবে যে, কোনো নির্দিষ্ট এলাকার অধিবাসীগণের অথবা তাহাদের কোনো শ্রেণি বা তাহাদের অংশবিশেষের আচরণের ফলে উক্ত এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের প্রয়োজন হইয়াছে।

---

[১] ১৪ক ধারা পূর্ব পাকিস্তান (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ৪ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারা অনুযায়ী সংযোজন করা হইয়াছে।

(২) উক্তরূপ ঘোষণা প্রচারিত হইলে, মহা-পুলিশ পরিদর্শক অথবা সরকার কর্তৃক এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো পুলিশ কর্মকর্তা সরকারের সম্মতি লইয়া উক্ত এলাকায় কর্মরত সাধারণ পুলিশ বাহিনীর অতিরিক্ত পুলিশ উক্ত এলাকায় মোতায়েন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (৫) এর বিধান মোতাবেক উক্তরূপ অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীকে উক্ত এলাকায় মোতায়েন রাখিবার খরচ এলাকার স্থানীয় অধিবাসীগণ বহন করিবেন।

(৪) উক্ত ব্যয়ভার বাবদ অধিবাসীগণের মধ্যে কাহার নিকট হইতে কত টাকা আদায় করা হইবে তাহা প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক করিয়া দিবেন এবং কোনো ব্যক্তিকে পরবর্তী উপ-ধারা অনুযায়ী উক্তরূপ খরচ প্রদানের দায়িত্ব হইতে রেহাই দেওয়া যাইবে কিনা তাহা তিনি স্থির করিবেন।

(৫) সরকার আইনসঙ্গতভাবে বিশেষ আদেশবলে উক্ত এলাকার অধিবাসীগণের মধ্যে যেকোনো ব্যক্তি, শ্রেণি বা সম্প্রদায়কে অনুরূপ খরচ বা উহার কোনো অংশের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিটি ঘোষণায় ইহার মেয়াদ কতদিন বলবৎ থাকিবে তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে, তবে সরকার ইহা যেকোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবে অথবা প্রতিটি ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সঠিক মনে করিলে পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে কোনো নির্দিষ্ট সময় বা কালের জন্য উহা পুনঃপ্রবর্তন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "অধিবাসী" বলিতে সেই সকল ব্যক্তিকে বুঝাইবে, যাহারা নিজের অথবা তাঁহাদের কোনো প্রতিনিধি অথবা কোনো কর্মচারীর মাধ্যমে অনুরূপ এলাকায় কোনো সম্পত্তি বা স্থাবর সম্পত্তি ভোগ-দখল করেন এবং সেই সকল জমিদার বা ভূস্বামী, যাঁহারা নিজেদের অথবা কোনো প্রতিনিধি বা কর্মচারীর মাধ্যমে অনুরূপ এলাকায় দখলদার কোনো প্রজা বা রায়তের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে খাজনা বা ভাড়া আদায় করিয়া থাকেন, এমনকি উক্ত এলাকায় বসবাস না করিলেও তাঁহারা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

১৫ক। অধিবাসীদের বা ভূমিতে স্বার্থ আছে এইরূপ ব্যক্তির অসদাচরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান।- (১) উপদ্রুত অঞ্চলে অধিবাসী বা কোনো গোষ্ঠী বা কোনো অংশে দুষ্কর্মের ফলে যদি কাহারও মৃত্যু ঘটে বা কেহ গুরুতররূপে আহত হয় কিংবা বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হয়, তবে সেইরূপ ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাইবার জন্য ক্ষতির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্বল্প সময়ের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে ম্যাজিস্ট্রেট আইনগতভাবে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান এবং পূর্ববর্তী ধারার বিধান মোতাবেক উপদ্রুত এলাকায় কোনো অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হইয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিয়া নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নিতে পারিবেন-

(ক) দুর্বৃত্তগণের এইরূপ দুষ্কর্মের দরুণ আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের তালিকা ঘোষণা;

(খ) অনুরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য দেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ এবং উহা বিতরণ পদ্ধতি;

(গ) আবেদনকারী ব্যতীত অনুরূপ এলাকার অধিবাসী কর্তৃক যাহারা পরবর্তী উপ-ধারায় ক্ষতিপূরণের দায় থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত হন নাই, তাহাদের দেয় ক্ষতিপূরণের আনুপাতিক হার নির্ধারণ:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে মাজিস্ট্রেট এই উপ-ধারার অধীনে এই মর্মে কোনো ঘোষণা প্রকাশ করিবেন না, অথবা ক্ষতিপূরণ ধার্য বা নিরূপণ করিবেন না, যতক্ষণ না তিনি সুনিশ্চিত হইতে পারিবেন অথবা তাঁহার মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিবে যে, পূর্বোল্লিখিত আঘাত বা ক্ষতির কারণ এইরূপ এলাকায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা বেআইনি জনসমাবেশের কারণে সংঘটিত হইয়াছে এবং যে ব্যক্তি এইরূপে আঘাতপ্রাপ্ত বা আহত হইয়াছে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তি নিজে অনুরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ঘটনার অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন।

(৩) সরকার আইনগতভাবে কোনো আদেশবলে অনুরূপ এলাকার অধিবাসীগণের মধ্যে যেকোনো ব্যক্তি বা শ্রেণি অথবা সম্প্রদায়কে অনুরূপ ক্ষতিপূরণ বা উহার কোনো অংশ প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা অথবা ক্ষতিপূরণ ধার্যকরণ আদেশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার বা সরকারের নিকট পুন:বিবেচনার জন্য আবেদন করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) এই ধারার অধীনে অনুরূপভাবে আহত হওয়া বা আঘাত প্রাপ্তির দরুণ ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি আদালতে মামলা চলিবে না।

(৬) **ব্যাখ্যা।-** এই ধারায় উল্লিখিত "অধিবাসী" শব্দের অর্থ পূর্ববর্তী ধারায় প্রদত্ত অর্থের অনুরূপ হইবে।

১৬। ধারা ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৫ক এর অধীনে দেয় টাকা আদায় এবং আদায়কৃত অর্থের বিতরণ।- (১) এই আইনের ধারা ১৩, ১৪, ১৫ এবং ১৫ক এর অধীনে দেয় সকল অর্থ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৮২ এর ধারা ৩৮৬ এবং ৩৮৭ এ প্রদত্ত বিধান ও পদ্ধতি অনুযায়ী জরিমানার টাকা আদায়ের পদ্ধতিতে আদায় করিবেন অথবা কোনো উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিয়া আদায় করিবেন।

(২) [ভারত সরকার (ভারতীয় অভিযোজন আইন) আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা বিলুপ্ত।]

(৩) ধারা ১৫ক এর অধীন প্রাপ্ত বা আদায়কৃত সকল অর্থ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত ব্যক্তিগণকে তাহাদের প্রাপ্য অংশ প্রদান করিবেন।

১৭। বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা।- (১) কোনো স্থানে বেআইনী সমাবেশ বা কোনো দাঙ্গা-হাঙ্গামা অথবা শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত ঘটিলে বা ঘটিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে অথবা চোরাচালান প্রতিরোধ আইন,১৯৫২ এর অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে বা সংঘটিত হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে এবং উহা নিয়ন্ত্রণে আনা সাধারণ পুলিশের পক্ষে সাধ্যতীত বলিয়া বিবেচিত হইলে তজ্জন্য বিশেষ পুলিশ চাহিয়া ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিচে নহে এমন যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উক্ত এলাকার অধিবাসীগণের মধ্য হইতে বিশেষ পুলিশ নিযুক্ত করার প্রার্থনা জানাইয়া আবেদন করিলে ম্যাজিস্ট্রেট আবেদন অগ্রাহ্য করার কোনো কারণ না থাকিলে, উহা মঞ্জুর করিবেন ও স্থানীয় অধিবাসীগণের মধ্য হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিকে বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা নিয়োগ করিবেন অথবা অনুরূপ পরিস্থিতিতে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নিজ উদ্যোগেও উহা করিতে পারেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তাদের নামের তালিকা তৎক্ষণাৎ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৮। বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা।- উক্তরূপে নিযুক্ত বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তাগণ সাধারণ পুলিশ কর্মকর্তার ন্যায় সকল ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা ও সুরক্ষার অধিকারী হইবেন ও একই রকম দায়-দায়িত্ব পালন করিবেন এবং পুলিশ বাহিনীর ন্যায় অপরাধ, শৃঙ্খলা প্রভৃতির জন্য একই কর্তৃত্বের অধীনে থাকিবেন।

১৯। বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি।- উপরোক্ত ধারা অনুযায়ী বিশেষ পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যথোপযুক্ত কারণ ব্যতীত কর্তব্যে অবহেলা করিলে, বা কর্তব্য পালনে অস্বীকার করিলে বা তাহার দায় দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বৈধ আদেশ বা নির্দেশনা অমান্য করিলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রতিটি গাফিলতির জন্য অনধিক পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২০। পুলিশের ক্ষমতা প্রয়োগের পরিধি।- এই আইনের অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো পুলিশ কর্মকর্তা এই আইন অথবা পরবর্তীতে প্রণীত ফৌজদারী কার্যক্রম সংক্রান্ত কোনো আইনে প্রদত্ত পুলিশ কর্মকর্তার নির্দিষ্ট ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

২১। [বিলুপ্তি]।- [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।]

২২। পুলিশ কর্মকর্তা সর্বদা কর্মরত এবং জেলার যেকোনো স্থানে নিযুক্ত হইতে পারে।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তা সর্বদা কর্মরত (on duty) বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং যেকোনো সময় সাধারণ পুলিশ জেলার যেকোনো স্থানে তাহাকে পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করা যাইবে।

২৩। পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব-কর্তব্য।- প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল বৈধ আদেশ ও পরোয়ানা দ্রুত পালন বা কার্যকর করা; জনগনের শান্তি সম্পর্কিত গোপন তথ্যাদি সংগ্রহ করা ও অবগত করানো; কোনো অপরাধ সংঘটিত হইতে দেখিলে বা হইবার আশঙ্কা থাকিলে উক্ত অপরাধ প্রতিরোধ বা নিবারণ করা; সর্বসাধারণের বিরক্তিকর কার্য গণ উপদ্রব (public nuisance) নিবারণ করা; অপরাধের বৃত্তান্ত অনুসন্ধান বা উদঘাটন করা; অপরাধীকে বিচারার্থে আদালতে সোপর্দ করা; আইনগতভাবে গ্রেফতারযোগ্য সকল ব্যক্তিকে এবং গ্রেফতারের যথেষ্ট কারণ আছে এমন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা এবং বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালনের জন্য সকল পুলিশ কর্মকর্তা যেকোনো সরাবখানা, জুয়ার আড্ডা বা বদ ও উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোকদের সমাগমের স্থানে বিনা পরোয়ানায় প্রবেশ করিতে পারিবেন ও সেখানে কি আছে, না আছে উহা পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

২৪। পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক তথ্য, ইত্যাদি উপস্থাপন।- যে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যে কোনো তথ্য উপস্থাপন করিতে পারিবেন এবং যে কোনো অপরাধী ব্যক্তির প্রতি সমন, পরোয়ানা বা তল্লাশি পরোয়ানা বা আইনগত অন্যবিধ যে কোনো পরোয়ানার জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

২৫। পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক দাবিদারহীন সম্পত্তির হেফাজত গ্রহণ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ সাপেক্ষে নিষ্পত্তিকরণ।- প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে দাবিদারহীন সম্পত্তি হেফাজতে নেওয়া এবং সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর দাখিল করা এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অনুযায়ী উক্তরূপ সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে পুলিশ কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

২৬। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সম্পত্তি আটক এবং ঘোষণা জারি।- (১) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপ সম্পত্তি আটক রাখিতে পারিবেন এবং এইমর্মে সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখসহ ঘোষণাপত্র জারি করিতে পারিবেন এবং সম্পত্তির দাবিদারকে ঘোষণা প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে সশরীরে হাজির হইয়া দাবি পেশ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারায় উল্লিখিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৮২ এর ধারা ৫২৫ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২৭। দাবীদার এর অনুপস্থিতিতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ।- (১) যদি কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এইরূপ সম্পত্তির অথবা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দাবী না করে অথবা পূর্ববর্তী ধারার উপ-ধারা (২) এর অধীনে যদি উহা বিক্রয় না করা হইয়া থাকে তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে উহা বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে।

(২) পূর্ববর্তী উপ-ধারার অধীনে উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং ধারা ২৬ এর অধীনে উক্তরূপ সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থ সম্পর্কে কোনো দাবী প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহা সরকারি তহবিলে জমা হইয়া যাইবে।

২৮। চাকরি অবসান হইলে পুলিশ কর্মকর্তার সনদ, ইত্যাদি ফেরত দিতে অস্বীকৃতি।- এই আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তির পুলিশ কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগে বা নিযুক্তির অবসান ঘটিলে সেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অস্ত্রশস্ত্র যাহা কর্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল তাহা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট জমা না দিলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারে সে দুইশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা ছয় মাস পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড কিংবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

২৯। দায়িত্বে অবহেলা, ইত্যাদির শাস্তি।- প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তা কর্তব্যচ্যুতি, কোনো নিয়ম বা বিধি স্বেচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করা ও গাফিলতি পূর্ণভাবে তাহা পালনে শৈথিল্য করা; উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কোনো বৈধ আদেশ ইচ্ছাপূর্বক অমান্য করা বা গাফিলতিপূর্বক তাহা পালনে শৈথিল্য করা; উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অথবা অন্তত দুই মাসের নোটিশ না দিয়া কাজে বিরত থাকা; ছুটি গ্রহণ করার পর, ছুটির মেয়াদান্তে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত কর্মে যোগদানে ব্যর্থ হওয়া; অনুমতি ব্যতিরেকে পুলিশের কর্ম ব্যতীত অন্য কোনো কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করা; ভীরুতার অপরাধে অপরাধী হওয়া, অথবা পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন কোনো আসামীর উপর অন্যায়ভাবে শারীরিক নির্যাতন বা আঘাত করা ইত্যাদি কারণে দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উক্তরূপ অপরাধ প্রমাণিত হইলে সে তিন মাসের বেতনের সমপরিমাণ জরিমানা অথবা তিন মাস পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩০। জনসমাবেশ, শোভাযাত্রা এবং ইত্যাদির অনুমতি সংক্রান্ত বিধান।- (১) জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট অথবা সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট জনসাধারণের চলাচলের রাস্তায় শোভাযাত্রা, মিছিল বা জনসমাবেশ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন এবং কোন কোন রাস্তায় কোন কোন সময় উহা যাইতে পারিবে তাহার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) তিনি যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট সড়ক, বাসা বা কোন স্থানে কোন জনসমাবেশের বা কোন শোভাযাত্রা পরিকল্পনা করিতেছেন যা, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় নিয়ন্ত্রণ না করিলে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইতে পারে সেক্ষেত্রে সাধারণ বা বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে সমাবেশ বা শোভাযাত্রা আয়োজনের অনুমতির জন্য আবেদন করিতে বলিতে পারেন।

(৩) উক্তরূপ অনুমতির আবেদন পাইলে, আবেদনকারীগণের নাম উল্লেখ করিয়া শর্তাবলি আরোপপূর্বক তিনি অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুমতির জন্য কোনো পয়সা বা ফি আদায় করা যাইবে না।

(৪) **রাস্তায় সঙ্গীত।-** বিশেষ বিশেষ পর্ব ও উৎসবে কোন কোন রাস্তায় কখন গান-বাজনা হইতে পারিবে তিনি তাহা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন।

[১][**৩০ক। জনসমাবেশ এবং শোভাযাত্রার অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা**।- (১) পূর্ববর্তী ধারার অধীনে প্রদত্ত অনুমোদনের শর্ত লঙ্ঘন করা হইলে যে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, সহকারী জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কিংবা পুলিশ ইন্সপেক্টর বা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনসমাবেশ এবং শোভাযাত্রা বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং উহাতে যোগদানকারী সকলকে ছত্রভঙ্গ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) অনুরূপ কোনো শোভাযাত্রা বা জনসমাবেশ উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত আদেশ পালন করিতে বা ছত্রভঙ্গ হইতে অস্বীকার করিলে উহা অবৈধ সমাবেশ বলিয়া গণ্য হইবে।]

৩১। জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা, ইত্যাদি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের।- জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা বা অবতরণের ঘাটে, যেখানে সর্বদা জনসমাগম হয়, সেখানে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা পুলিশের কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইবে এবং কোনো শোভাযাত্রা যাহাতে রাস্তা দিয়া যাইতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় অথবা কোনো প্রকাশ্য উপাসনাস্থলের সন্নিকটস্থ স্থানে অথবা জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা বা সমাবেশের স্থানে যাহাতে কাহারও প্রতি কোনো বাধাবিঘ্ন আরোপিত না হয় তাহার নিশ্চয়তা বিধান করার দায়িত্ব পুলিশের।

৩২। পূর্ববর্তী তিন ধারায় প্রদত্ত আদেশ লঙ্ঘনের দন্ড, ইত্যাদি।- পূর্ববর্তী তিনটি ধারা অনুসারে প্রদত্ত আদেশ কেউ অমান্য করিলে অথবা কোনো বাধা সৃষ্টি করিলে কিংবা গান-বাজনা বা সভা-শোভাযাত্রা সংক্রান্ত জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট বা সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতির শর্ত লঙ্ঘন বা অমান্য করিলে এবং এই কারণে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অনূর্ধ্ব দুইশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা হইবে।

৩৩। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার প্রাধান্য।- পূর্বর্তী চারটি ধারার কোনো কিছুই এ সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ ক্ষমতার পরিপন্থি হইবে না বা তাহার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করিবে না।

৩৪। রাস্তায় সংঘটিত কতিপয় অপরাধের শাস্তি, ইত্যাদি, ও পুলিশ কর্মকর্তার ক্ষমতা।- এই ধারায় বর্ণিত বিধান সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে যে শহরে বলবৎ বা প্রযোজ্য হইয়াছে, সেইখানে কোনো রাস্তায় বা প্রকাশ্য স্থানে যদি কেহ নিম্নলিখিত অপরাধমূলক কার্য করে, যাহার দ্বারা শহরের বা বাসিন্দাগণের বিরক্তি, ক্ষতি, অসুবিধা, বিপদ কিংবা বিঘ্ন সৃষ্টি হইতে পারে তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারে তাহার অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা অনধিক আটদিন সশ্রম কিংবা বিনাশ্রম কারাদন্ড হইবে এবং যেকোনো পুলিশ কর্মকর্তা তাহার সম্মুখে কাহাকেও নিম্ন বর্ণিত কোনো অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবে, যথা:-

প্রথম: পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা।- অনাবৃত জায়গায় গবাদিপশু জবাই করা বা মৃত পশুর চামড়া ছাড়ান কিংবা বেপারোয়াভাবে ঘোড়া ছুটান বা কোনো পশু তাড়না করা বা চালানো শিখানো;

---

[১] ৩০ক ধারা পুলিশ (সংশোধন) আইন , ১৮৯৫ (১৮৯৫ সনের ৮ নং আইন) এর ১১ ধারা দ্বারা সংযোজিত ।

দ্বিতীয়: নির্দয় বা নিষ্ঠুরভাবে কোনো জীব-জানোয়ারকে মারধর করা কিংবা যন্ত্রণা দেওয়া;

তৃতীয়: জনসাধারণের বিপদ বা অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া ও রাস্তায় অনাবশ্যকভাবে গাড়ি-ঘোড়া দাঁড় করাইয়া রাখা;

চতুর্থ: বিক্রির উদ্দেশ্যে পণ্য ফেলে রাখা।- খোলা বা উন্মুক্ত জায়গায় বিক্রয়ের জন্য কোনো পণ্য ফেলিয়া রাখা;

পঞ্চম: রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা ফেলা।- রাস্তায় আবর্জনা বা জঞ্জাল নিক্ষেপ করা কিংবা রাস্তার ধারে গোয়াল অথবা আস্তাবল করিয়া বা কারখানা, গোবর-গাদা প্রভৃতি হইতে দুর্গন্ধ নির্গত করান;

ষষ্ঠ: মাতাল বা দাঙ্গারত অবস্থায় পাওয়া।- মাতাল অবস্থায় রাস্তায় বেড়ান বা দাঙ্গারত অবস্থায় থাকা;

সপ্তম: অভদ্র আচরণ।- রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগ করা কিংবা উলঙ্গ হইয়া বেড়ান অথবা শরীরের বিকৃতি বা কুৎসিত ব্যাধি প্রদর্শন করা বা সংরক্ষিত পুকুরে স্নান করা কিংবা কাপড়কাচা;

অষ্টম: বিপজ্জনক স্থানসমূহ রক্ষায় অবহেলা।- পুকুর, কুয়া কিংবা কোনো বিপজ্জনক জায়গা না ঘিরিয়া খোলা বা অরক্ষিত অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া।

[১][**৩৪ক। টিকিট, ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।-**(১) কোনো চিত্তবিনোদনস্থলে দর্শক প্রবেশের টিকিট মূলত যে মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছিল তদাপেক্ষা উচ্চতর মূল্যে এইরূপ টিকেট কোনো ব্যক্তি পুনরায় বিক্রয় করিবেন না বা তজ্জন্য প্রস্তাব দিবেন না।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় 'চিত্তবিনোদন' অর্থ কোনো প্রদর্শনী, অভিনয়, প্রমোদ, ক্রীড়া বা খেলাধুলার অনুষ্ঠান, যেখানে টিকিট দেখাইবার পর লোকজনকে দর্শকরূপে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় এবং 'চিত্তবিনোদনস্থল' বলিতেও অনুরূপ অর্থবোধক হইবে।

(২) যিনি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিবেন তিনি তিন মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা একশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা দণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ সংঘটনকারী যে কোনো ব্যক্তিকে সাব-ইন্সপেক্টর বা সার্জেন্ট পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন পুলিশ কর্মকর্তা বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার করিতে পারিবেন।]

৩৫। এখতিয়ার।- কনস্টেবলের উর্ধ্বতন পদের কোনো পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে এই আইন অনুযায়ী কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হইলে কেবল ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে সক্ষম এইরূপ কোনো কর্মকর্তা দ্বারা উহার তদন্ত কিংবা অপরাধ নির্ণয় করানো যাইবে।

৩৬। অন্য আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার বা সাজা প্রদানের ক্ষমতা সংরক্ষণ।- এই আইনে যে সমস্ত কার্য অপরাধজনক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, উহার যেকোনো কার্য যদি অপর কোনো আইন বা রেগুলেশনের দ্বারা 'অপরাধ' বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, তবে এই আইনের অজুহাতে অপরাধীকে উল্লিখিত অপর কোনো আইন বা রেগুলেশনের বিধান অনুসারে বিচার করা বা শাস্তি প্রদানে বাধা ঘটিবে না এবং অনুরূপ অপর কোনো আইনে বা রেগুলেশনে যদি উক্তরূপ অপরাধের জন্য এই আইনে নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে গুরুতর শাস্তি দানের বিধান থাকে, তবে, সেইরূপ গুরুতর শাস্তিও দেওয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, একই অপরাধের জন্য অপরাধীকে দুইবার শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

৩৭। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড ও জরিমানা আদায়।- [২][* * *] দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৬৪ হইতে ৭০ ধারায়, উভয় ধারা সহ, এবং ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৮২ এর ৩৮৬ হইতে ৩৮৯ ধারায়, উভয় ধারা সহ, বর্ণিত জরিমানা

---

১ ৩৪ক ধারা পূর্ব পাকিস্তান (সংশোধন) আইন, ১৯৫৭ (১৯৫৭ সনের ১৮ নং আইন) এর ২ ধারা অনুযায়ী সংযোজিত।

২ "পাকিস্তান" শব্দটি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

সম্পর্কিত বিধানসমূহ এই আইনের অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারে প্রদত্ত দণ্ডাদেশ এবং জরিমানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রথমোক্ত কোড এর ৬৫ ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের ৩৪ ধারার অধীনে অর্থদণ্ডে দণ্ডপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি এইরূপ জরিমানা পরিশোধে খেলাপ করিলে অনধিক ৮ দিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৮-৪০। [বিলুপ্তি]।- [পুলিশ সংশোধন আইন, ১৮৯৫ (১৮৯৫ সনের ৮ নং আইন) এর ১৪ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।]

৪১। [ভারত সরকার (ভারতীয় অভিযোজন আইন) আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা বিলুপ্ত।]

৪২। ব্যবস্থা গ্রহণের সীমাবদ্ধতা।- এই আইন অনুসারে অথবা পুলিশের সাধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী কোনো অপরাধের জন্য কাহারও বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে হইলে অপরাধ করার তিন মাসের মধ্যে তাহা করিতে হইবে এবং তাহার অন্তত এক মাস পূর্বে বিবাদী অথবা জেলার জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট অথবা একজন সহকারী জেলা পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে নোটিশ দিতে হইবে।

সংশোধন উপস্থাপন।- আদালতে মামলা দায়েরের পূর্বে আইনের পর্যাপ্ত সংশোধন করা হইলে বা অভিযোগের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নিলে বা মামলা দায়েরের পর বিবাদী আদালতে যথাযথ পরিমাণ টাকা প্রদান করিলে বাদী এইরূপ কোনো মামলায় কোনো প্রতিকার পাইবেন না, এবং বাদীর বরাবরে কোনো ডিক্রি দেওয়া হইলেও বাদী বিবাদীর নিকট হইতে কোনো খরচাদি পাইবেন না যদি না আদালত এ বিষয়ে কোনো বিশেষ আদেশ প্রদান করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো কর্মকর্তার কোনো অপরাধের জন্য ফৌজদারী মামলায় বিচার হইয়া থাকিলে সেই একই অপরাধের জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৪৩। পরোয়ানা অনুসারে কর্মকাণ্ড সম্পাদনের দাবি।- কোনো বিশেষ কার্যের দরুণ কোনো পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের কিংবা কোনো কার্যের জন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তার নামে মামলা দায়ের হইলে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ বা পরোয়ানাবলে উহা করিয়াছেন বলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন। ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষরযুক্ত উক্ত কাজের নির্দেশনামূলক পরোয়ানা উপস্থাপনের মাধ্যমে উক্তরূপ আত্মপক্ষ সমর্থন প্রমাণ করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে বিবাদী ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ারে ত্রুটি থাকিলেও নিজ বরাবরে ডিক্রি লাভের অধিকারী হইবেন এবং আদালতের নিকট পরোয়ানার সত্যতা নিয়ে কোনো সন্দেহ না দেখা দিলে ম্যাজিস্ট্রেটের স্বাক্ষর প্রমাণের কোনো প্রয়োজন হইবে না:

তবে পরোয়ানা প্রণয়নকারীর বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যক্তির যে প্রতিকার প্রাপ্য উহা কোনোভাবে এই ধারার কোনো কিছু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

৪৪। পুলিশ কর্মকর্তার জেনারেল ডাইরী।- প্রত্যেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য হইতেছে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে নির্দেশিত নির্ধারিত ফরমে জেনারেল ডাইরী রাখা এবং উক্ত ডাইরীতে সমস্ত অভিযোগ/নালিশ, গ্রেফতারকৃতদের নাম, নালিশকারীর নাম, নির্দিষ্ট যে অভিযোগে অভিযুক্ত তাহার বর্ণনা, তাহাদের দখল বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত অস্ত্র বা সম্পত্তির বিবরণ এবং জেরা করা হইবে এমন সাক্ষীদের নাম লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজন হইলে উক্ত ডাইরী তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

৪৫। সরকার কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের নির্দেশনা।- সরকার মহা-পুলিশ পরিদর্শক এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মকর্তাকে সরকারের বিবেচনা মোতাবেক রিটার্ন দাখিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং রিটার্ন দাখিলের ফরম সরকার নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৪৬। আইনের প্রয়োগ।- (১) এই আইন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো [১][* * *] স্থানে বলবৎ হইবে না। তবে সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশবলে সম্পূর্ণ আইনটি বা উহার কোনো অংশবিশেষ যেকোনো [২][* * *] স্থানে

---

[১] "প্রদেশ বা" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] "প্রদেশ বা" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।

বা এলাকায় সম্প্রসারণ করিতে পারিবে এবং অতঃপর এইরূপ সরকারি আদেশে নির্ধারিত সম্পূর্ণ আইনটি অথবা উহার অংশবিশেষ অনুরূপ [১][* * *] স্থানে বলবৎ হইবে।

(২) এই আইনটির প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে অথবা উহার অংশ বিশেষ যখন কোনো বিশেষ এলাকায় সম্প্রসারিত হইবে, তখন সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে, এই আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন সময় বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) এই আইনের অধীনে ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা;

(খ) এই আইনের ১৫-ক ধারার অধীনে ক্ষতিপূরণের দাবি পেশ করার মেয়াদ বা সময়, পদ্ধতি এবং শর্তাবলীর নির্দেশ বা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া; এইরূপ ক্ষতিপূরণের দাবীর বিবরণ, উহার যথার্থতা যাচাই বা পরীক্ষা করার পদ্ধতি (প্রয়োজনানুসারে স্থানীয় তদন্তসহ) সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম দায়ের করা; এবং

(গ) সাধারণভাবে এই আইনের বিধানের প্রয়োগ পদ্ধতি প্রণয়ন।

(৩) এই আইনের অধীনে প্রণীত সকল বিধি-বিধান সরকার, সময় সময় সংশোধন, সংযোজন অথবা বাতিল করিতে পারিবে।

৪৭। [বিলুপ্তি]।- [বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত]।

---

[১] "প্রদেশ বা" শব্দগুলি বাংলাদেশ আইন (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং ২য় তপশিল দ্বারা বিলুপ্ত।